দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 2-6 SEP 1996 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ...৩...

বেসরকারী কলেজের জনবল কাঠামো

বিগত ২৪-১০-৯৫ইং তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারী-কৃত বেসরকারী কলেজের জনবল কাঠামো অযৌক্তিক বাস্তবতাবিবর্জিত ও শিক্ষা সম্প্রসারণ নীতির পরিপন্থী বলে মনে করি। দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত জনবল কাঠামো রাতারাতি বাতিল করে ডিগ্রী কলেজে আগে যেখানে ছাত্র অনুপাতে আবশ্যিক বিষয়ে ০৪ জন পর্যন্ত শিক্ষক রাখা যেতো সেখানে মাত্র ০২ জন শিক্ষক রাখার বিধান করা হয়েছে। এছাড়া ঐচ্ছিক বিষয়ে আগে যেখানে কমপক্ষে ০২ জন (ডিগ্রী কলেজের ক্ষেত্রে) শিক্ষক রাখা যেতো এবং ছাত্র অনুপাতে ০৩ জন পর্যন্ত রাখার ব্যবস্থা ছিল সেখানে তা কমিয়ে মাত্র একজন রাখার নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রায় ১ বৎসর আগে জারীকৃত এই জনবল কাঠামোর আদেশ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছেছে কিনা তা আমাদের জানা নেই। গত ৯১ বৎসরে অনেক কলেজে শিক্ষক মারা গেছেন অথবা অন্যত্র চলে গেছেন। শিক্ষার গুণগত মান ও স্বাভাবিক কর্মকান্ড বজায় রাখার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করতে হয়। কিন্তু জনবল কাঠামোর দরুণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগকৃত শিক্ষকগণ কলেজে যোগদানের পর দারুণ বেকায়দায় পড়েন। একদিকে তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উক্ত নির্দেশ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না অন্য দিকে আবার শিক্ষা অধিদফতরে এসে উক্ত নির্দেশ সম্পর্কে জেনে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো স্তম্ভিত হন। ফলত গোটা শিক্ষক সমাজ শিক্ষার্থী ও সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ আজ মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্তে হতচকিত।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই জনবল কাঠামোর ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনকল্পে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ এ পর্যন্ত ১৫টিরও অধিক সভা করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা মহোদয় জারীকৃত জনবল কাঠামো সংশোধনের জন্য নীতিগতভাবে একমত হন। কিন্তু তাঁর কার্যকালের স্বল্প সময়ে তা প্রক্রিয়াধীন থাকলেও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। গত ১৪-৮-৯৬ইং তারিখে স্টাফিং প্যাটার্ণ সংশোধনের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এই সভাতে বলা হয়, জনবল কাঠামো সংশোধন করলে অতিরিক্ত টাকা বাজেটে বরাদ্দ করতে হবে। এই অজুহাতে কোন সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত ছাড়াই মিটিং শেষ হয়েছে। এ কারণে শিক্ষকদের মনে সংশয় আরও ঘনীভূত হয়েছে। তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, যেসব শিক্ষক মারা গেছেন অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন, যারা আগে থেকেই এম, পি, ও ভুক্ত এবং যাদের জন্য বাজেটে টাকা বরাদ্দ পূর্ব থেকেই আছে, সেসব শূন্য পদে পুনরায় শিক্ষক নিয়োগে কেন অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন হবে? তাই আমি গোটা শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে অচলাবস্থা নিরসনকল্পে বেসরকারী কলেজের ক্ষেত্রে জারীকৃত এই অবাস্তব জনবল কাঠামো সংশোধনের জন্য জাতীয় ঐকমত্যের

কাঠামো

জনমত

সরকারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনা ও আশু হস্তক্ষেপের আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ ইসতারুল হক মোল্লা
প্রভাষক
সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
সাভার, ঢাকা।